তারিখ 30 OCT 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

গ্রামের তুলনায় নগরীর পরীক্ষার্থীদের পাশের হার অনেক কম

॥ মোহাম্মদ শাহজাহান ॥

ঢাকা বোর্ডের সাম্প্রতিক এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফলে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য তিনটি প্রধান শাখায় ঢাকা নগরীর পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ৩৮ দশমিক ৪০ শতাংশ আর নগরীর বাহিরের ছাত্রদের পাসের হার ৫২ দশমিক ১৭ শতাংশ।

ঢাকা বোর্ডভুক্ত নগরীর বাহিরের ৫৭ হাজার ৮ শত ৮৪ জনের মধ্যে ৩০ হাজার ১ শত ১৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে; ঢাকা নগরী এলাকার ২১ হাজার ৮ শত ২৪ জনের মধ্যে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৮ হাজার ৩ শত ৮১। ঢাকা নগরী এলাকার প্রধান তিন শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ঢাকা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর শতকরা ২৭ দশমিক ৩৮ ভাগ। ফলাফলের উপর একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায় এই তথ্যসমূহ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান শাখায় নগরীর ৪৪টি কলেজের অংশগ্রহণকারী ৯ হাজার ৮ শত ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ হাজার ২ শত ২৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, পাসের হার শতকরা ৪২ দশমিক ৮০ ভাগ। নগরীর বাহিরের মোট পরীক্ষার্থীর

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

পাসের হার

(১ম পৃঃ পর)

সংখ্যা ২১ হাজার ৫ শত ৫৪, উত্তীর্ণের সংখ্যা ১২ হাজার ৩ শত ৭৭, পাসের হার ৫৭ দশমিক ৪২ শতাংশ।

বিজ্ঞান শাখায় সমগ্র বোর্ডের মধ্যে ঢাকা নগরীর পরীক্ষার্থীর হার ৩১ দশমিক ৪২ শতাংশ আর পাসের হার শতকরা ২৫ দশমিক ৪৫ ভাগ। তবে নগরীর পরীক্ষার্থীরা প্রথম বিভাগ বেশী হারে লাভ করিয়াছে—শতকরা ৩৬ দশমিক ৩৯ ভাগ। দ্বিতীয়—২১ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং তৃতীয়—১৫ দশমিক ২৬ শতাংশ, মোট ৪ হাজার ৯ শত ৬৬টি প্রথম বিভাগের মধ্যে নগরীর ছাত্র-ছাত্রীগণ পাইয়াছে ১ হাজার ৮ শত ৭টি।

বিজ্ঞান শাখায় নগরীতে ১ শত ৩৬জন 'রিপোর্টেড' এবং ৫ জনের ফল স্থগিত থাকায় ফলাফল অমীমাংসিত রহিয়াছে। কলা শাখায় নগরীর ৮ হাজার ২ শত ৫৭ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ২ হাজার ৭ শত ৯৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, পাসের হার শতকরা ৩৩ দশমিক ৮৪ ভাগ। আর নগরীর বাহিরের পাসের হার ৪৯ দশমিক ৯৪ ভাগ। বাণিজ্য শাখায় ঢাকা নগরীর অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ৩ হাজার ৬শত ৯৪ জন। উত্তীর্ণ হইয়াছে ১ হাজার ৩শত ৬১ জন, পাসের হার ৩৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ। আর নগরীর বাহিরের মোট ১০ হাজার ৬শত ৮০ জনের মধ্যে ৫ হাজার ৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, পাসের হার শতকরা ৪৬ দশমিক ৮৯ ভাগ। প্রথম বিভাগ অর্জনের ক্ষেত্রে নগরীর ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব শতকরা ৮০ দশমিক ৩৯ ভাগ, সর্বমোট ২ শত ৫৫টির মধ্যে ২ শত ৫টি নগরীর পরীক্ষার্থীদের দখলে। দ্বিতীয় বিভাগ নগরীর ক্ষেত্রে ২২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং তৃতীয় বিভাগ ১৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

কৃষি শাখায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ১ হাজার ৩ শত ৩৯, নগরীর একমাত্র সরকারী বাংলা কলেজের তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থী ছিল ১ শত ১২ জন। সামগ্রিক পাসের হার শতকরা ৫৩ দশমিক ৯২ ভাগ। আর ১ শত ১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও নগরীর পরীক্ষার্থীরা

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 OCT 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

(শেষ পৃঃ পর)

পাসের হার

মারাত্মকভাবে বাহিরের পরীক্ষার্থীর নিকট হারিয়া গিয়াছে।

ঢাকা বোর্ডের অন্যতম প্রধান ও ঐতিহ্যবাহী কলেজ ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান শাখার তালিকাভুক্ত ৬ শত ৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ শত ৭২ জন প্রথম বিভাগে এবং ১ শত ২০ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, পাসের হার শতকরা ৮৬ দশমিক ৫ ভাগ। একই কলেজের কলা শাখায় পাসের হার শতকরা ৫১ দশমিক ৯৯ ভাগ। তালিকাভুক্ত ৪ শত ৫২ জনের মধ্যে ৩৯ জন প্রথম বিভাগে, ১ শত ৩৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে আর ৫৯ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই কলেজের বাণিজ্য শাখার তালিকাভুক্ত ৩ শত ৫৮ জনের মধ্যে ৮৭ জন প্রথম বিভাগ, ১ শত ৩৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ২৫ জন তৃতীয় বিভাগ লাভ করিয়াছে। পাসের হার শতকরা ৬৯ দশমিক ২৭ ভাগ। বিজ্ঞান শাখায় বেগম বদরুননেসা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ৫ শত ২৬ জনের মধ্যে ১ শত ৭০ জন প্রথম বিভাগে, ১ শত ৭৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাসের হার ৬৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ। একই কলেজের কলা শাখার ৬ শত ৭১ জনের মধ্যে ৩১ জন প্রথম বিভাগে, ১ শত ৬৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৫৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাসের হার ৩৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এই কলেজে বাণিজ্য শাখা নাই। কলা শাখায় ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পাসের হার শতকরা ৪১ দশমিক ৪৩ ভাগ। বিজ্ঞান শাখায় শোচনীয়তম ফল লাভ করিয়াছে সরকারী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ। পাসের হার শতকরা ৮ দশমিক ৭ ভাগ। ৭ শত ৫২ জনের মধ্যে ৪ জন প্রথম বিভাগে, ৩২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩০ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

নগরীর বাহিরের কলেজগুলির বেশীরভাগই অনেকটা 'অবিশ্বাস্যভাবে' ভাল ফল লাভ করিয়াছে। পাকুটিয়া কেন্দ্রের অধীন ঘাটাইল ব্রাহ্মণশাসন গণমহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখায় তালিকাভুক্ত ৩ শত ৭১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৯ জন প্রথম বিভাগে, ১ শত ৩১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৭৮ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, পাসের হার ৬৪ দশমিক ১৫ শতাংশ।

একইভাবে শ্রীবরদী কলেজের বিজ্ঞান শাখায় তালিকাভুক্ত ২ শত ২০ জনের ৪৮ জন প্রথম বিভাগ, ১ শত ২৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ ও ২০ জন তৃতীয় বিভাগ পাইয়াছে। পাসের হার ৮৮ দশমিক ১৮ শতাংশ। কলা শাখায় ফুলপুর ডিগ্রী কলেজের তালিকাভুক্ত ১ শত ৫৪ জনের মধ্যে ৩৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৮৭ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাসের হার শতকরা ৭৯ দশমিক ৮৭ ভাগ।

নগরীর বাহিরের অনেক কলেজই এমন 'অপ্রত্যাশিত' ফলাফল অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। বিজ্ঞান শাখায় ধনবাড়ী কলেজের ৭৬ জন প্রথম বিভাগ পাইয়াছে, দ্বিতীয় বিভাগ পাইয়াছে ১ শত ১১ জন। এই কলেজের পরীক্ষার্থীদের ১ শত ৫৯ জন 'রিপোর্টেড' তালিকায় আছে। উল্লেখ্য, নকলের অভিযোগে 'রিপোর্টেড' তালিকাভুক্ত করা হইয়া থাকে। ঢাকার একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কলেজের সহিত যুক্ত একজন শিক্ষাবিদ ফলাফলের এই অবস্থার ব্যাপারে বলেন, "ঢাকা নগরীতে পরীক্ষা পরীক্ষার মতই হইয়াছে, কিন্তু নগরীর বাহিরে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহা সকলেরই জানা, তাই এই রকম অপ্রত্যাশিত ফল লাভ বাহিরের অনেক কলেজের পক্ষে সম্ভব হইতেছে।"